গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-৩/মপবি-০২/২০০৯/৬২০ তারিখঃ ০৫.১১.২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন,২০১৫ খসড়ার উপর মতামত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন,২০১৫ এর খসড়া এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত খসড়া আইনের উপর মতামত (হার্ডকপি ও সফটকপি e-mail:dsph3@mohfw.gov.bd)) প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১০(দশ) পাতা।

০৫.১১.২০১৫
(এস, এম, আহসানুল আজিজ)
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৪০৬৫৪

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন- ২০১৫ (খসড়া)

যেহেতু বহুজাতিক সহযোগীতায় এবং অর্থায়নে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষনা কেন্দ্র, উদরাময় ও ইহার সাথে সরাসরি যুক্ত পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য উদ্ভুত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সমস্যাদি নিরসনের জন্য বহু বিষয়ক (multidisciplinary) গবেষনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত;

যেহেতু, রাষ্ট্রপতি তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা বলে ১৯৭৫ সালের ২০ অগাষ্ট এবং ৮ নভেম্বর এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে ঘোষনাপত্র মোতাবেক আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ১৯৭৮ এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৮৫ প্রণয়ন করিয়াছিলেন;

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরণ এবং বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ, আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, উক্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখিয়া, এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত আইন প্রণয়ন করা হইল

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং কার্যকারিতা

(১) এই আইন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ, আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

ক) **"পরিষদ (Board)"** বলিতে ধারা ৭ এ বর্ণিত কেন্দ্রের জন্য গঠিত অছি পরিষদ (Board of Trustee) কে বুঝাইবে।

খ) **"কেন্দ্র "** বলিতে ধারা ৩ এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষনা কেন্দ্র, বাংলাদেশ-কে বুঝাইবে।

গ) **"সভাপতি"** বলিতে অছি পরিষদের সভাপতিকে বুঝাইবে।

ঘ) **"উন্নয়নশীল দেশ"** বলিতে সেইসব দেশগুলোকে বুঝাইবে যাহাদেরকে জাতিসংঘ কর্তৃক অনূরূপ শ্রেনীভূক্ত করা হইয়াছে।

ঙ) **"নির্বাহী পরিচালক"** বলিতে কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক পদে আসীন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

চ) **"দাতা"** বলিতে যাহাদের কাছ থেকে কেন্দ্রের অনুকূলে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়া যাইবে সেইসব এজেন্সি, সংস্থা, দেশ অথবা ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

ছ) **"কর্মচারী"** বলিতে কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত নিয়মিত, চুক্তিভিত্তিক এবং শিক্ষনবিস ব্যক্তিবগকে বুঝাইবে।

জ) **"সদস্য"** বলিতে পরিষদের সদস্যকে বুঝাইবে।

ঝ) **"কর্মকর্তা"** বলিতে কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং বিশেষজ্ঞকে বুঝাইবে।

ঞ) **"নির্ধারিত"** বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধাণ দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

৩. কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ নিবন্ধন

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষনা কেন্দ্র, বাংলাদেশ নামে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থাকিবে।

(২) কেন্দ্র একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখার, হস্তান্তর করার, চুক্তি

সম্পাদন করার এবং এই আইন অনুসারে অন্যান্য কার্য সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই কেন্দ্রের থাকিবে, ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং অন্য কারো দ্বারা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) গবেষণা পরিচালনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি হাসপাতাল (Clinical) সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র একটি স্বায়ত্তশাসিত, আন্তর্জাতিক, জনসেবামূলক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইহার কর্মকান্ড পরিচালনা করিবে।

৪. কেন্দ্রের কার্যালয়

(১) কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) পরিষদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেন্দ্র তার কর্মসূচী কার্যকর পরিচালনার জন্য তার অধীনস্থ গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা উপকেন্দ্র/দপ্তর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে।

৫. কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১). কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে-

(ক) কেন্দ্রের কাজ হইবে ডায়রিয়া রোগ এবং পুষ্টি ও উর্বরতা (Fertility)-র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয়ে সমীক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার (Dissemination) উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রসার ঘটানো যার লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্য সেবার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং ডায়রিয়াজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আনয়ন এবং বিশেষত উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রক্ষাপট বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর উন্নয়ন সাধন করা।

(খ) নিজে এবং অথবা অন্যান্য জাতীয় ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিধি বিধান অনুসরনপূর্বক সমীক্ষা (Studies) কার্যক্রম গ্রহণ এবং ডিগ্রী এবং ডিগ্রীবিহীন শিক্ষামূলক কোর্সসমূহ চালু করা।

(গ) কেন্দ্রের দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় বাংলাদেশী ও অন্যান্য দেশের গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা প্রদান করা;

(ঘ) বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণের স্বাস্থ্যের বিষয়ে অথবা গবেষণার অংশ হিসাবে অবদানস্বরুপ সেবা প্রদান করা।

(ঙ) স্বাস্থ্য সুবিধা দিবে এমন উদ্যোগ বাস্তবায়নে অবদান রাখা ও স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করা।

(২). উপরে উল্লিখিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কেন্দ্রের দায়িত্বাবলী হইবে-

(ক) সরকার এবং অন্যান্য দেশের প্রয়োজানের নিরীখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য আইন ও বিধিবিধানের আওতায় ক্লিনিক্যাল গবেষণা, ল্যাবরেটরী ও প্রাণীকেন্দ্রিক পরীক্ষা, এপিডিমাইওলজিক্যাল (epidemiological) ও সমীক্ষা গবেষণা, মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, প্রদর্শনী প্রকল্প পরিচালনা করা, সভার আয়োজন করা এবং ক্লিনিক্যাল ঔষধ, এপিডিমাইওলজি, মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, জৈব-পরিসংখ্যান, জনমিতি, উর্বরতা ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান যা ডায়রিয়াজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লেকচার, সেমিনার, আলোচনা এবং সম্মেলন এর আয়োজন করা,

(খ) গবেষণা ও সমীক্ষার উপর বই, পিরিওডিকাল, রিপোর্ট ও গবেষণা এবং ওয়ার্কিং পেপার প্রকাশ করা,

(গ) সহযোগিতামূলক স্টাডি, সেমিনার, সফর বিনিময় বা অন্য কোন মাধ্যমে বিদ্বজ্জন (scholars) এবং তাদের সমীক্ষার কাজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তা অব্যাহত করা,

(ঘ) কেন্দ্রের কর্মসূচী এবং কর্মকান্ডে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের অংশ গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা,

(ঙ) বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাগত কর্মচারীদের অনুকূলে সমীক্ষা পরিচালনায় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

(চ) সমীক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহে উপযুক্তভাবে এবং দক্ষতার সাথে কেন্দ্রের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সময়ে সময়ে কেন্দ্রে শাখা, বিভাগ, সেকশন ও অন্যান্য ইউনিট সৃষ্টি করা,

(ছ) বৃত্তি, উপহার, দান, অনুদান, অন্যান্য তহবিল, সেবার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা এবং আয় উপার্জন করা

(জ) কেন্দ্রের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

৬. পরিষদের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

(১) এই আইনের অধীনে কেন্দ্রের মৌলিক নীতিসমূহ নির্ধারণের পূর্নাঙ্গ কর্তৃত্ব অজি পরিষদদের এখতিয়ারে থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত নির্দিষ্ট ক্ষমতাসমূহ পরিষদের থাকেবে -

(ক) কেন্দ্রের সাধারণ কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা,

(খ) কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হবে এমন স্টাডি এবং গবেষণা কাজের কোর্সের এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যাবলীর অনুমোদন দেয়া,

(গ) কেন্দ্রের কৌশল প্রণয়ন ও অনুমোদন করা,

(ঘ) কেন্দ্রের বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন করা;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালক ও উপ-নির্বাহী পরিচালক নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদান এবং তাদের চাকুরী হতে অপসারন করা;

(চ) আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার, সরকারসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান হিসাবে অর্থ প্রদানের অনুরোধ করা ও অনুদান গ্রহণ করা এবং সেই সাথে উক্তরুপ অনুদান প্রাপ্তির বিষয় যথাযথ সরকারী সংস্থাসমূহেকে অবহিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে ক্ষমতা প্রদান করা;

(ছ) প্রয়োজন দেখা দিলে যে উদেশ্যে অহবিল চাওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রয়োগযোগ্য আইন এবং বিধিবিধানের আলোকে অর্থ ধার করা এবং ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে ক্ষমতা প্রদান করা;

(জ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে প্র-বিধান প্রণয়ন করা;

(ঝ) কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন প্রয়োজনীয়, যথোচিত বা যথোপযুক্ত অন্য সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা সম্পাদন করার ক্ষমতা কেন্দ্রকে প্রদান করা,

(ঞ) কেন্দ্রের সকল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পদসমূহ স্থাপনে এবং এ সকল পদসমূহে নিয়োগ অনুমোদন করা এবং কেন্দ্রের অন্যান্য স্টাফ পদসমূহে ব্যক্তিদের নিয়োগে নির্বাহী পরিচালককে কর্তৃত্ব অর্পণ (delegate) করা;

(ট) কেন্দ্রের কর্মচারী নিয়োগ নীতি এবং প্রাকটিস নির্ধারণ করা;

৭. পরিষদের গঠন

(১) পরিষদ গঠিত হইবে ১২(বার) জন সদস্যের কম নহে কিন্তু ১৭(সতের) জন সদস্যের বেশী নহে এরুপ সংখ্যা সদস্য নিয়ে এবং যেখানে অন্তর্ভূক্ত থাকিবে-

(ক) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য,
(খ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য,
(গ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ব্যতীত জাতিসংঘের কোন সংস্থার ১জন প্রতিনিধি,
(ঘ) কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক,
(ঙ) সর্বোচ্চ ১১জন সদস্য (১(ক) -১(খ)-এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত), যাদের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করা হবে;

(২) কোন সময়ে বাংলাদেশ ব্যতীত কোন দেশের পক্ষ হতে দুই (০২) জনের অধিক সদস্য থাকিবে না।
(৩) কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত বাংলাদেশের নাগরিক দায়িত্ব পালন করিবেন।
(৪) বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবে।

(৫). সকল সদস্য ৩(তিন) বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবে যাহা অতিরিক্ত এক মেয়াদকাল বর্ধিত হতে পারে। কোন সদস্য দুই মেয়াদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিবে না।

(৬). পরিষদ কর্তৃক সদস্যদের শূন্য পদ পূরণ করা হইবে।

৮. সভাপতি

(১) ধারা ৮ প্রতিপালনকল্পে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য পরিষদের সদস্যগণ নির্বাহী পরিচালক ব্যতীত একজন সদস্যকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করিবে।

(২) চেয়ারপার্সন পরিষদ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারপার্সন এর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মধ্য হতে একজনকে উক্ত সভার চেয়ারপার্সন হিসাবে নিয়োগ দিতে পারিবে।

৯. পরিষদের সভা

(১) পরিষদের সভার সময়, স্থান, কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হইবে। উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(২) প্রতি বর্ষ পঞ্জিকা অনুসারে কমপক্ষে দুইবার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে; তবে ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১০. কার্যবিধির মেয়াদ

(১) পরিষদের কোন পদের শুন্যতা বা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ধরা পড়িলেও পরিষদের কার্যাবলী বা কার্যধারা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না। পরিষদের সদস্যদের শূন্য পদ অথবা কোন কারণে কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতি, অন্য সদস্যদের কাজের অধিকার খর্ব করিবে না।

(২) যদি ইহা প্রতিয়মান হয় যে, অযোগ্য ব্যক্তি সভাপতি অথবা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা তাদের নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ ছিল অথবা প্রচলিত অন্য যে কোন আইনী রীতি মোতাবেক চাকুরীচ্যুত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রেও সরল বিশ্বাসে তাহাদের কর্তৃক সকল কাজ অবৈধ হইবে না। কিন্তু অত্র অনুচ্ছেদে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন সভাপতি, সদস্য অথবা নির্বাহী পরিচালকের নিয়োগ অবৈধ অথবা চাকুরীচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে তাহার পরবর্তী কাজসমূহ অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১১. কমিটি

(১) পরিষদ তার সদস্যদের নিয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিতে পারিবে যার বোর্ডের সভার অন্তর্বর্তী সময়ে বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়াদির উপর বোর্ডের পক্ষ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সকল অন্তর্বর্তী কার্যাবলী পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন বা রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৩) পরিষদ কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর কারিগরী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতি বৎসরে অন্ততপক্ষে একবার একটি বহিঃ বৈজ্ঞানিক রিভিউ কমিটি (External Scientific Review Committee) গঠন করিতে পারিবে,

(৪) কেন্দ্রের সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় এবং গবেষণার ফলাফলকে জাতী নীতি নির্ধারণ ও কর্মকান্ডে কাজে লাগানোর জন্য পরিষদ একটি কার্যকর সমন্বয় কমিটি (Programme Co-ordination Committee) গঠন করিবে।

(৫) বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Medical Research Council) এর প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে একটি ইথিক্যাল রিভিউ কমিটি (Ethical Review Committee) গঠন করার কর্তৃত্ব পরিষদের থাকিবে।

(৬) পরিষদ তার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা তার বিবেচনায় যে কোনও কমিটির নিকট অর্পণ (delegate) করিতে পারিবে।

(৭) বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং দায়িত্ব পরিষদ কর্তৃক যেরুপ নির্ধারণ করা হইবে সেরুপ হইবে।

(৮) পরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে অন্যান্য উপ কমিটি গঠন করতে পারবে;

১২. নির্বাহী পরিচালক

(১) কেন্দ্রের প্রশাসন পরিচালিত হইবে একজন নির্বাহী পরিচালক দ্বারা যিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে পরিষদ কর্তৃক ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, যার মেয়াদ পরবর্তী আর এক দফা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, নির্বাহী পরিচালকের মেয়াদ সর্বোচ্চ এমনরুপ বৃদ্ধি করতে পারে যা আরও এক টার্মের মেয়াদের সমানের বেশী হইবে না।

(২) নির্বাহী পরিচালক কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং এই আইনে ইহার অধীনে প্রণীত প্র-বিধান সাপেক্ষে, তিনি কেন্দ্রের কার্যাবলী, তহবিল এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক দায়িত্ব প্রদত্ত সকল বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালককে একজন উপ-নির্বাহী পরিচালক সহায়তা করিবেন, যিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ও নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন এবং নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন, নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন কিন্তু পরিষদের নির্বাহী পরিচালক এর পদে আসীন হইবেন না

১৩. অব্যাহতি

কেন্দ্রের কর্তব্য পালনে অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারীতার কারণে ঘটিত ক্ষতি বা খরচাদি ব্যতীত অন্য সকল ক্ষতি, খরচাদি বা দায়-দায়িত্ব হইতে সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, পরিচালক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে কেন্দ্র কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

১৪. তহবিল

(১) কেন্দ্রের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে, যাহার উৎস হইবেঃ-

ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
খ) বৈদেশিক সরকার ও তাদের অনুদান সংস্থা, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
গ) উপহার, বৃত্তি এবং দান ;
ঘ) প্রকাশনার বিক্রয় এবং রয়্যালটি (Royalty) হইতে প্রাপ্ত আয়;
ঙ) গবেষণা এবং চুক্তিভিত্তিক কাজ হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং
চ) অন্যান্য উৎস

(২) কেন্দ্রের সকল তহবিল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ব্যাংকে রাখিতে হইবে,

১৫. আয় ব্যয়ের হিসাব

(১) নির্বাহী পরিচালক কেন্দ্রের আয় ও ব্যায়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাবের বার্ষিক নিরীক্ষণের নিমিত্তে পরিষদ ইহার বিবেচনামতে একজন চার্টাড এ্যাকাউন্টেট (Chartered Accountant) কে নিযুক্ত করিবেন এবং বার্ষিক নিরীক্ষণের প্রতিবেদন পরিষদে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি দাতাদের কাছে সরবরাহ করিতে হইবে।

১৬. বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাবের বিবৃতি

প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরই পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া, নির্বাহী পরিচালক, কেন্দ্রের কর্মকান্ড এবং হিসাবের বিবৃতি সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরিষদের জন্য প্রস্তুত করিবেন। পরিষদ হইতে অনুমোদিত হইবার পরে উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবে।

১৭. শ্রম আইন থেকে অব্যাহতি

কেন্দ্র, দেশে বলবৎ শ্রম আইন থেকে অব্যাহতি পাইবে এবং ইহা নির্ধারিত নিজস্ব আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৮. কর, মূসক, রেইট এবং শুল্ক হইতে অব্যাহতি

(১) কেন্দ্রের নামে কোন প্রকার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় অথবা অন্যকোন উপায়ে হস্তান্তরজনিত কারণে, অন্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর, মূসক, রেইট অথবা শুল্ক ব্যতীত এবং সাধারন উপযোগিতামূলক সেবা

(Public Utilities) যথা পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং পৌর কর ব্যতীত প্রচলিত কর, মূসক, রেইট অথবা শুল্ক সংক্রান্ত যে কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কেন্দ্রর উপর কোন প্রকার কর, রেইট বা শুল্কের দায়বদ্ধতা বর্তাইবে না।

(২) Income Tax Ordinance, ১৯৮৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশে কর্মরত সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং গবেষনা বিশেষজ্ঞ (research scholars), তাহাদের গ্রহণকৃত বা নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য যে কোন প্রকার বেতন বা সম্মানির বিনিময়ে প্রদেয় আয়কর এবং মূসক থেকে অব্যাহতি পাইবেন, যদি উক্ত ব্যক্তির বেতন বা সম্মানি তাহার নিজ দেশের নিবাসস্থল বা স্থায়ী বাসস্থান থেকে আয়কর এবং মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় এবং তৎসংক্রান্ত দালিলিক প্রমান বাংলাদেশের আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত ব্যক্তি নিজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানীর ক্ষেত্রে, সেইসব ব্যক্তির সমতুল্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন যাহারা আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বিদেশি করিগরি বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত আছেন এবং তৎসময়ে প্রচলিত আইন অনুসারে আমদানি শুল্ক এবং বিক্রয় কর হইতে অব্যহতি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

১৯. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সমূহঃ সভাপতি, অছি পরিষদ সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, কর্মকর্তা, এবং কর্মচারীগণ-

(১) তাহাদের দাপ্তরিক ক্ষমতার আওতায় সম্পাদিত কর্মের জন্য কোন প্রকার আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আসিবেন না, যদি না পরিষদ বা পরিচালক তাহাদের স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করেন, উক্ত পরিত্যাগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরিষদে নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশের নাগরিক এবং তাহাদের স্বামী বা স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের ক্ষেত্রে, ভিসার (normal visa requirements) সাধারণ নিয়মাবলী ব্যতীত প্রবাস-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি নিষেধ এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী বিদেশী নিবন্ধনের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২০. স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ

(১) কেন্দ্রের সম্পত্তি বা মূলধন যেখানে অবস্থিত হোক বা যাহার কাছেই রক্ষিত থাকুক না কেন, ফৌজদারি অপরাধ ব্যতীত, (যার জন্য পরিষদ বা নির্বাহী পরিচালক তাদের স্বীয় স্বাধীনতা বা অধিকার ত্যাগ করেন) সকল প্রকার আইনি প্রক্রিয়া হইতে মুক্ত থাকিবে। স্বাধীনতা বা অধিকার পরিত্যাগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরিষদে পেশ করিতে হইবে।

(২) কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে ইহার সকল সম্পত্তি এবং মূলধন, সকল প্রকার বিধি, বিধান, বাধা, নিষেধ, এবং সকল প্রকার নিয়ন্ত্রন হইতে মুক্ত থাকিবে।

২১. অব্যাহতি, ছাড় এবং সুবিধা ইত্যাদির পরিত্যাগ

বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, কেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষর উদ্দেশ্যে, পরিষদ ইহার বিবেচনামতে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের আওতায় প্রদত্ত যে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা, অধিকার, স্বাধীনতা বা কোন দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

২২. গবেষণা-সংক্রান্ত প্রকাশনা ও প্রচারণার স্বাধীনতা

(১) কেন্দ্র ইহার গবেষণালব্দ ফলাফল ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের বিররণ প্রকাশ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

(২) গবেষণা কাজে নিয়োজিত সমস্ত উপকরণ এবং গবেষণালব্দ ফলাফল কেন্দ্রের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অনুমোদন ব্যতীত ইহার মুদ্রণ, অনুলিপি তৈরী, ব্যক্তিগত সুবিধার নিমিত্তে স্থানান্তর অথবা অন্য সংস্থা কর্তৃক ব্যবহার করা যাইবে না।

২৩. প্যাটেন্ট এবং কপিরাইট

(১) কেন্দ্র, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রণীত আইনের অধিনে প্যাটেন্ট (patents) এবং কপি রাইটের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবে।

(২). কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল এবং আবিষ্কার হইতে প্রাপ্ত প্যাটেন্ট, লাইসেন্স কপিরাইট এবং অন্যান্য অনুরূপ স্বত্বের সার্বজনীন সহজলভ্যতা উপযুক্ত পন্থায় নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৪. কল্যাণ তহবিল

কেন্দ্র ইহার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উন্নয়ন ও উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত তহবিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করিবে।

২৫. প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬. সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারের সহায়তা

সরকার কেন্দ্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নামমাত্র মূল্যে জমি ইজারা বা ভাড়া মওকুফসহ বিবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

২৭. আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের সকল সম্পদ এবং দায়দেনা এই আইনের অধীন কেন্দ্রের নিকট অব্যাহতভাবে হস্তান্তর এবং অর্পিত হইবে।

২৮. অবলুপ্তি

(১) যে কোন সময় পরিষদ ইহার বর্তমান সদস্যগণের উপস্থিতি ও ভোটাধিকার প্রয়োগ সাপেক্ষে যদি অন্যূন তিন চতুর্থাংশ ভোটের মাধ্যমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কেন্দ্র কার্যকরভাবে ইহার কর্মকান্ড পরিচালনা করিতে অক্ষম অথবা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটিয়াছে, তবে পরিষদ সরকারের নিকট কেন্দ্রের অবলুপ্তির জন্য সুপারিশ করিবে।

(২) কেন্দ্রের অবলুপ্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাহার উপর স্থায়ী ভাবে নির্মিত যে কোন স্থাপনা যেইদেশেই অবস্থিত হোক ঐ দেশের সরকারের নিকট বুঝাইয়া দিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে সরকার বা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্য দেশের সরকার এবং অছি পরিষদের মতৈক্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রের লক্ষ্যের অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত হইবে বা অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্টন করা হইবে।

২৯. মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ

এই আইন প্রবর্তনের জন্য সরকার, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভর যোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। তবে বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।